খাদ্য অধিদপ্তর ও এর অধীন অফিস কর্তৃক ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/ সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ:

ক্রম	ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/ সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর কি-না/ কার্যকর না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন কি-না	সেবার লিংক	সেবা/ আইডিয়াটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণকারী	বাস্তবায়ন কাল (অর্থ বছর)
১	প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী, নীলগঞ্জ, ধানখালী, মহিপুর, চম্পাপুর ও লতাচাপলী ইউনিয়নের ৫১ জন প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান রোপনের সময় প্রকৃত কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক একাউন্টসহ ডাটাবেজ তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও উপজেলা ওয়েব পোর্টালে ডাটাবেজ প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়। ডাটাবেজভুক্ত প্রকৃত কৃষক থেকে ধান সংগ্রহ পূর্বক ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়।	সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে কার্যকর রয়েছে। "কৃষকের অ্যাপ"-এর মাধ্যমে আমন সংগ্রহ ২০২৪-২৫ মৌসুমে ৩০৯টি উপজেলায় ধান সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসে কৃষক নিবন্ধিত হওয়া, ধান বিক্রয়ের আবেদন করা, অ্যাপের মাধ্যমে ধানের বিনির্দেশ সম্পর্কে জানাসহ লটারিতে নির্বাচিত হলে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে কৃষক জানতে পারেন কোন তারিখের মধ্যে কোন গোডাউনে ধান বিক্রয়ের জন্য যেতে হবে। ফলে কৃষকের খাদ্য কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত প্রয়োজন নেই। এতে কৃষকের সময় ও খরচ উভয়ই কমেছে।	https://fps.dgfood.gov.bd/	জনাব মোঃ মনিরুল হক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী; অতিরিক্ত দায়িত্বে- কলাপাড়া, পটুয়াখালী	২০১৫-২০১৬
২	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডাটাবেজ মোতাবেক বিতরণ অ্যাপের মাধ্যমে বিতরণ	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৫০ লক্ষ ভোক্তার এবং তার স্বামী বা স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাইয়ের মাধ্যমে ভোক্তার স্বচ্ছ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকৃত ভোক্তার নিকট খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিতরণ করার জন্য বিতরণ অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৬টি উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নে পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট সকল উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।	সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদানের জন্য খাদ্যবান্ধব ভোক্তার ডাটাবেজ প্রণয়নের কাজ চলছে।	বর্তমানে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) যাচাইয়ের মাধ্যমে ভোক্তার ডাটাবেজ প্রণয়েন স্বচ্ছতা এসেছে। তাছাড়া বিতরণ-এর জন্য বিতরণ অ্যাপ প্রস্তুত করায় OTP এর মাধ্যমে প্রকৃত ভোক্তা চিহ্নিত করে প্রকৃত ভোক্তার নিকট চাল বিতরণ করার ফলে চাল বিতরণে স্বচ্ছতা এসেছে।	https://ffp.dgfood.gov.bd/foodfriendly	জনাব সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২০১৮-২০১৯
৩	অটোমেটিক চালকলের পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় ব্যবস্থাপনা	খাদ্য অধিদপ্তর সংগ্রহ বিভাগের ২৬/১০/২০১০ খ্রি: তারিখের সপ/সংগ্রহ-৭/২০০৯/১৯৬৩(৬) নং স্মারকের মাধ্যমে অটোমেটিক চালকল সমূহের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারনের জন্য হাস্কিং মিল সমূহের মতো করে অটোমেটিক মিল সমূহের সুনির্দিষ্ট কোন ছক বা সূত্র নেই। ফলে চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা ম্যানুয়ালী নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা বা ভুল হওয়ার অবকাশ থাকে। সে জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য অনলাইন সফটওয়্যার প্রয়োজন।	সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে কার্যকর আছে।	স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় হচ্ছে। এই সফটওয়্যার দিয়ে কুষ্টিয়া জেলার তিনজন মিলারকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। নতুন মিলারগণ নতুন/ পুরাতন সকল মিলের একই পদ্ধতিতে চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় প্রত্যাশা করেন।	https://miller.dgfood.gov.bd	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নাটোর	২০২২-২০২৩

ক্রম	ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/ সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর কি-না/ কার্যকর না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন কি-না	সেবার লিংক	সেবা/ আইডিয়াটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণকারী	বাস্তবায়ন কাল (অর্থ বছর)
৪	চালকলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় ব্যবস্থাপনা	চালকলের লাইসেন্সের জন্য চালকল মালিকগণ আবেদন করেন। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ চালকল পরিদর্শণ করেন। চালকলের অবস্থান, চালকলের সাধারন তথ্য, বিদ্যুৎ সংযোগ, বয়লারের তথ্য, চিমনীর তথ্য, চাতালের তথ্য, স্টীপিং হাউসের তথ্য, মিলের গুদামের তথ্য, রাবার শেলার ও রাবার পলিশার আছে কিনা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে মিলের প্রকৃত পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য সংগ্রহ নীতিমালা'২০১৭ এর আলোকে নির্ণয় করার ব্যবস্থা আছে। সেই মতে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমিটি চালকল পরিদর্শণ করে একটি প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করেন এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চালকলের লাইসেন্স ইস্যু করেন। মিলের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয়ের পদ্ধতি থাকলেও সকল ক্ষেত্রেই ম্যানুয়ালী চালকলের পাক্ষিক ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় বলে কারণিক ভুলের সুযোগ থেকে যায়। সে জন্য স্বয়ংক্রিয় চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য অনলাইন সফটওয়ার প্রয়োজন হয়।	সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে কার্যকর আছে। আমন সংগ্রহ, ২০২৪-২৫ মৌসুমে সর্বমোট ১১৩টি উপজেলায় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ণয় হচ্ছে। ফলে চালকলের ছাঁটাই ক্ষমতা ম্যানুয়ালী নির্ধারণের অসামঞ্জস্যতা বা ভুল হওয়ার অবকাশ নেই।	https://miller.dgfood.gov.bd	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর	২০১৯-২০২০
৫	এলএসডি/সিএসডি হতে খাদ্যশস্য বিতরণকালে বিতরণকৃত সিল প্রদান।	পিএফডিএস খাতে যথা: টিআর, কাবিখা, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, ইপি-ওপিসহ বিভিন্ন খাতে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তায় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়। পাটের বস্তা পুন:ব্যবহারযোগ্য বিধায় বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের সরকারি সিলমোহরকৃত খালিবস্তা ধান-চালের ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত খালিবস্তা চাল/গম বস্তাবন্দিকরণে ব্যবহারের ফলে প্রায়শঃ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এলএসডির শ্রমিকগণ খাদ্যশস্য ভর্তি বস্তা ট্রাক/যানে বোঝাইকালে রাবার স্ট্যাম্প ও কাঠের দ্বারা তৈরি বড় সিলে অমোচনীয় লাল কালি/রং লাগিয়ে প্রত্যেক বস্তার গায়ে 'বিতরণকৃত , বিতরণ খাতের নাম এর সিল প্রদান করা হয়। ফলে কোন খাতে বিতরণ চিহ্নিত হওয়ায় খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ অহেতুক হয়রানি হতে পরিত্রাণ পেয়েছেন।	দেশব্যাপী কার্যকর আছে।	১)খাদ্য গুদামের সরকারি হিসাবভুক্ত খাদ্যশস্য ও বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলমোহরকৃত বস্তাভর্তি খাদ্যশস্যের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। ২)গুদাম হতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্য পুনরায় গুদামে ফেরত আসার সুযোগ নেই। ৩)আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, খাদ্য বিভাগ ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় না। ৪)সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।		জনাব সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২০১৯-২০২০

ক্রম	ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/ সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর কি-না/ কার্যকর না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন কি-না	সেবার লিংক	সেবা/ আইডিয়াটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণকারী	বাস্তবায়ন কাল (অর্থ বছর)
৬	খাদ্যশস্য সংগ্রহের বস্তায় স্পষ্ট ডিজিটাল স্টেনসিল প্রদান।	চাল সংগ্রহ মৌসুমের শুরুতে সংগ্রহ কার্যক্রমে ব্যবহার্য পরিমাণ খালি বস্তায় এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুদামে নিয়োজিত শ্রমিকদের দিয়ে 'সংগ্রহ মৌসুম ও এলএসডির নাম' সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করেন। অতঃপর মিল মালিক খালি বস্তা তার মিলে নিয়ে মিলের নাম, ঠিকানা সম্বলিত স্টেনসিল ছাপ প্রদান করে বস্তাভর্তি চাল এলএসডিতে সরবরাহ করেন। এতে টিনের মধ্যে অক্ষর লিখে স্টেনসিল বানানো হয় বিধায় বস্তায় প্রদত্ত স্টেনসিল স্পষ্ট হয়না; রং লেপ্টে যায়/ দীর্ঘস্থায়ী হয়না। এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মিলার কর্তৃক একই বস্তায় আলাদাভাবে স্টেনসিল প্রদান অর্থাৎ একই প্রকৃতির কাজ দুইবার করা হয়, ফলে সময় বেশি লাগে। কাঠের ফ্রেমে কম্পিউটারে তৈরি স্ক্রিন প্রিন্ট পেপারে মিলের নাম, ঠিকানা, সংগ্রহ মৌসুম, এলএসডির নাম, জেলা, উৎপাদনের সময় লিখে ডিজিটাল স্টেনসিল তৈরি করা হয় এবং মিলারকে সম্পূর্ণ স্টেনসিল সংগ্রহের বস্তায় ছাপ প্রদানের জন্য বলা হয়। ফলে এলএসডির অধিক শ্রমিক নিয়োগ করতে হয় না।	দেশব্যাপী কার্যকর আছে।	স্টেনসিলের রং দীর্ঘস্থায়ী হয়। বস্তার স্টেনসিল দেখে সহজেই চাল সরবরাহকারী মিলার, এলএসডির নাম, সংগ্রহ মৌসুম, উৎপাদনের সময় সনাক্ত করা যায়। সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।		জনাব সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২০১৯-২০২০
৭	অডিট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা)	খাদ্য অধিদপ্তরের অধিনস্থ কার্যালয়সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক কার্যক্রমসমূহ পিপিআর ও আর্থিক বিধি বিধান পরিপালন করে সম্পাদন করা হয়েছে কি'না তা খাদ্য অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালীন উত্থাপিত আপত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা, আপত্তির বিপরীতে জবাব প্রেরণ ও প্রতিবেদন মুদ্রণ করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ প্রভৃতি কার্যক্রম এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।	সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে কার্যকর আছে।	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, অডিট নিষ্পত্তির তথ্যসমূহ হালনাগাদ রাখা এবং আপত্তি নিরসনে স্বল্প সময়ে তথ্য সরবরাহ করার লক্ষ্যে অনলাইন সফটওয়্যার প্রবর্তন করা হয়েছে।	https://audit.dgfood.gov.bd/	জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	২০২০-২০২১
৮	মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার	খাদ্য অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Suit Information System ব্যবহৃত হয়।	সেবাটি বর্তমানে ই-সার্ভিসের মাধ্যমে কার্যকর আছে।	খাদ্য অধিদপ্তরের সকল মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও সময় মতো কোর্টে দাখিল ও মামলা পরিচালনার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি প্রণয়ন করা হয়েছে।	suitinfo.dgfood.gov.bd/	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর	২০১৯-২০২০

২৬.০৪.২৫
মোঃ আতিকুজ্জামান
উপসহকারী প্রকৌশলী (আইটি)
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৬/৪/২৫
মোঃ আনিসুর রহমান
প্রোগ্রামার
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৬।০৪।২৫
মঞ্জুর আলম
সিস্টেম এনালিস্ট
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৬.০৪.২৫
মোঃ জামাল হোসেন
পরিচালক
প্রশাসন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা